Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/64	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1269b.s.
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Ehlo Indian Union Press 92 Garanhata Street
Author/ Editor:	Tarinicharan Choudhury	Size:	11.5x19.5cm
		Condition:	Brittle
Title:	Manbhanjan	Remarks:	Poetry

শ্রীশ্রীহরি।

শরণং।

মানভঞ্জন।

শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী

প্রণীত।

কলিকাতা।

গরাণহাটা ষ্ট্রীটে ৯২ নং ভবনে

এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৬৯ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

সংশোধকের পত্র।

শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চৌধুরী—
প্রিয়তমেষু—

এই মানভঞ্জন কাব্য আমিই রচনা করিয়াছি। তুমি যে ভাবাদি দিয়াছিলে তৎ সমস্ত পরিবর্ত্তিত এবং তাহার স্থানে সরস ভাব সকল ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিক কি তোমার রচনা ইহাতে আছে কি না তাহা আমি বলিতে পারিনা। যাহা হউক আমি তোমার উপকার সাধনে সাধ্য মতে লিখিলাম এক্ষণে ইহা পাঠকগণের মনোরম্য হইলেই প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইব।

তদীয় শুভাভিলাষি
লেখনী।

BABU GALLY KISSEN TAGORE
LIBRARY.
CALCUTTA

গ্রন্থারম্ভ।

খেলিছে শ্রীবৃন্দাবনে, মধুর মূরতি রে
ভুবনমোহন।
শরদ বারিদ অনু, শ্যামল বরণ তনু,
রাধিকা রমণ॥
শক্তিরূপা সুরূপিণী, রাধা রাস বিনোদিনী,
বামেতে লইয়া তাঁরে, সে বংশীবদন।
প্রেমময় সুধা স্বরে, মোহন বাঁশরী করে,
রসরাজ করিছেরে প্রণয় কীর্ত্তন॥

উদিত উষার শেষে আরক্ত বরণ।
গগনে তরুণ রবি প্রফুল্ল বদন॥
শীতল প্রভাত বায়ু বহে মন্দ গতি।
বাসর ত্যজিয়া যত উঠিল যুবতী॥
কুহরে কোকিল কুল মধু পঞ্চস্বরে।
কুঞ্জে কুঞ্জে পক্ষ পুঞ্জ সুখে গান করে॥
মধুর রুচির কান্তি প্রভাত সময়।
লীলা ক্ষেত্র বৃন্দাবনে হইল উদয়॥
শিখিপুচ্ছ উচ্চচূড়া শিরে শ্যাম ধরি।
চলিলা যমুনা তীরে পীতধড়া পরি॥

যাইয়া তথায় কেলি কদম্বের তলে।
নিকুঞ্জ বিহারি হরি বসিলা বিরলে॥
বসিয়া তথায় সুখে শ্রীহরি দেখিলা।
সলিলে মরালকুল করে রসলীলা॥
ফুল কুল কর্ণে অলি ভ্রমিছে কহিয়া।
প্রেমের রহস্য কথা মঞ্জু গুঞ্জরিয়া॥
দেখিয়া এ সব ভাব ভাবুক সুজন।
ভুলিলা রাধার ভাবে রাধিকারমণ॥
প্রমত্ত প্রণয় ভাবে চারি দিকে চান।
জলসেকে সমাগত বৃন্দে দেখা পান॥
প্রফুল্ল হৃদয়ে তারে নিকটে ডাকিয়া।
কহিলা মধুরস্বরে হাসিয়া হাসিয়া॥

কৃষ্ণ। রঙ্গিনী সঙ্গিনী যত আছে শ্রীরাধার।
বৃন্দে নাম ধর তুমি শ্রেষ্ঠা সবাকার॥
অভিজ্ঞান রূপ এই শিখিপুচ্ছ সহ।
রাধার নিকটে মম এ সন্দেশ বহ॥
হেরিতে নির্ম্মল শশী রাধার বদন।
যাইব হে আজি নিশি নিকুঞ্জকানন॥

বৃন্দে। ভাগ্যবতী রাধা আজি, আপনি যাইবে সাজি,
শ্যামচাঁদ তাঁর কুঞ্জবনে।
কিন্তু সখা সত্য কই, রাধারে কেমনে কই,
তোমাকে বিশ্বাস নাই মনে॥
তুমি হে শঠের শেষ, নাহিক লজ্জার লেশ,
তুমি প্রভু চতুরতা ময়।
অকস্মাৎ আজি মনে, হেন ভাব কি কারণে,
হৃদে এই সন্দেহ উদয়॥

কৃষ্ণ। ছাড় দূতি ঠাট ভলা ব্যঙ্গ কথা নয়।
সত্যই যাইব আজি নিশীথ সময়॥
পরিনত বুদ্ধি তব এই দূতি কাযে।
চাতুরি তোমার সহ আমার কি সাজে॥
প্রাণের পুত্তলি রাধা রূপে নিরখিতে।
হইয়াছি আজি সখি সমিচ্ছুক চিতে॥
সত্য সত্য তুমি দূতি বলো শ্রীরাধায়।
আসিবে তোমার হরি তুষিতে তোমায়॥

বৃন্দে। বলিক বলিব সখা বলিব রাধারে।
সাজাইব নানা ফুলে নিকুঞ্জ আগারে॥
গাঁথিয়া মল্লিকা মালা রাধা সাজাইব।
কুঙ্কুম কস্তুরি চারু অঙ্গেতে লেপিব॥
কিন্তু দেখ দেখ শ্যাম অন্যথা না হয়।
প্রেমময়ী প্যারির মর্জ্জাদা যেন রয়॥
এতেক বচন তবে বৃন্দে দূতি বলি।
অবগাহি নদীজলে গৃহে গেলা চলি॥
ছিদাম সুবল আদি সখাগণ সঙ্গে।
গোধন চারণে হরি যাইলেন রঙ্গে॥

অস্তাচলে রবি যান আরক্ত নয়নে।
হেনকালে দূতী গেলা রাধার ভবনে॥
অধরে না ধরে হাসি প্রফুল্ল বদন।
বিরলে রাধারে লয়ে কহেন বচন॥

বৃন্দে। ব্রকভানু রাজসুতা আজি লো তোমার।
ভাগ্যের উদয় কথা কি বলিব আর॥

স্নানেতে যাইয়া আজি যমুনার কূলে।
দেখিলাম বাঁকা ঠামে কদম্বের মূলে ॥
হাঁসিতেহ হরি কহিলা আমায়।
কুঞ্জেতে যাইব তাঁর কহিয়ো রাধায় ॥

রাধা। মিছামিছি ব্যঙ্গ সখি কর কি কারণ।
জানি সে কালার মন সরল যেমন ॥
আপনি নিকুঞ্জবনে হবেন উদয়।
এ বচন দূতী মম না হয় প্রত্যয় ॥

বৃন্দে। সত্য বলিতেছি সখি প্রবঞ্চনা নয়।
কুঞ্জে আসিবেন আজি শ্যাম রসময় ॥
দিবা অবসান দেখ রবি অস্ত যান।
বিলম্বে কি কায কর সত্বরে প্রস্থান ॥
অঙ্কুশ না পায় যেন জটিলা বাঘিনী।
সাবধান কটুমনা আছে ননদিনী ॥

রাধা। সত্য যদি প্রাণনাথ হলেন সদয়।
চল সখি-ত্বরাকরি বিলম্ব না সয় ॥
কিন্তু দূতী সখিগণ বার্ত্তা কিসে পাবে?
বসন ভূষণ লয়ে সঙ্গে কেবা যাবে ॥

বৃন্দে। চিন্তা কিবা প্যারি তব এ দাসী থাকিতে।
বসন ভূষণ আমি আসিয়াছি নিতে ॥
সবিশেষ অবগত আছে যত আলী।
আসিবেন কুঞ্জবনে আজি বনমালি ॥
আয়োজনে কিছু মম ত্রুটি যদি হবে।
শ্রীরাধার দূতী নাম কেন ধরি তবে ॥
ললীতে বিশাখা আর সে চম্পাকলতা
আর যত সখীগণ তব অনুরক্তা ॥

বাহির হইয়া পথে এ সুখ সম্বাদে।
তোমার অপেক্ষা তারা করিছে আহ্লাদে ॥
বিলম্ব না কর প্যারি সন্ধ্যার উদয়।
বসন ভূষণ লয়ে চল এসময় ॥

রাধা। ওলো বৃন্দে আজি তোরে কি প্রসাদ দিব।
তোমার এধার আমি কেমনে সুধিব ॥
লইবারে ইচ্ছা যাহা কহ এইক্ষণ।
সাধ্যমতে দিব আমি করি প্রাণপণ ॥

বৃন্দে। ধনরত্নে এ দাসীর নাহিক প্রয়াস।
চরণ পঙ্কজে মাত্র করি অভিলাষ ॥
জীবন বিহঙ্গ যবে করিবে প্রস্থান।
দাসী বলে শ্রীচরণে দিয়ো মোরে স্থান ॥
না করিহ প্যারি আর বৃথা কালব্যয়।
সত্বরে চলহ দেখ চন্দ্রমা উদয় ॥

রাধা। অবরোধ দ্বারে সখি করহ গমন।
থাকিয়ো না আসি আমি ফিরি যতক্ষণ ॥
ত্বরায় আসিব লয়ে বসন ভূষণ।
উভয়ে মেলিয়া পরে করিব গমন ॥
এতবলি শ্রীরাধিকা গমন করিলা।
অবরোধ দ্বারে বৃন্দে দূতী দাঁড়াইলা ॥
আসিয়া তথায় পরে শ্রীমতী সত্বরে।
চলিলেন দূতি সহ ভেটিতে নাগরে ॥

তামরসে তমরাশী, জগত ব্যাপিল আসি,
নীলাম্বরে নবশশী মুখ প্রকাশিল

শীতল সরসী জলে, প্রিয়সখীকর বলে,
প্রমোদিনী কুমুদিনী আনন্দে হাসিল ॥
সঙ্গে লয়ে সখিদল, ধরি প্রভা নিরমল,
মিলিল রোহিণী আসি রহিণীরমণে।
শ্যাম প্রেমডোরে বাঁধা, সঙ্গিনী সঙ্গেতে রাধা,
হেনকালে চলিলেন নিকুঞ্জকাননে ॥
মনে গুরুজন ভয়, চলে ব্রজবালাচয়,
পশ্চাতে চাহিয়া সদা গ্রীবা ভঙ্গ করি।
ফুল্ল কোকনদ পাদে আজি না নূপুর নাদে,
শব্দ ভরে যায় সবে হস্তে তাহা ধরি ॥
শুনি নিজ পদধ্বনি, চমকিয়া কোন ধনী,
বলে সখী পাছে দেখ আশে কোনজন।
পবনে পল্লব চলে, ভীত হয়ে কেহ বলে,
বুঝি সখি আসিতেছে পুরবাসিগণ ॥
এইরূপে রামাগণ, সভয়ে চঞ্চল মন,
নিশিতে কানন পথ বহিয়া চলিল।
বন দেবী দূত হয়ে, কুসুমের মধু লয়ে,
সুরভি পবন সবে স্বাগত কহিল ॥
রোহিণীর প্রিয়দূতী, চন্দ্রিমা বিমল দ্যুতি,
পথ দেখাইলা আসি গোপবালাগণে।
আনন্দ উৎসুক মনে, উত্তরিলা কতক্ষণে,
রাধা সহ সখিদল রাধা কুঞ্জবনে ॥
উপনিত কুঞ্জবনে, শ্যাম বিলাসিনীগণে,
আনন্দের সীমা আর নাহিক কাহার।
পাইলে পল্বোলজলে, যেমতি মরালদলে,
সন্তরণ দেয় সুখে আনন্দে অপার ॥

কি কব কুঞ্জের শোভা, জগজন মোনলোভা,
মালতি চম্পক তাহে কিবা চমৎকার ॥
ফুটেছে রজনিগন্ধ, মল্লিকা মধুর গন্ধ
কুন্দ জাঁতি যুতি আদি সৌরব আধার।
শ্যাম প্রেম ডোরে বাঁধা, কুঞ্জ বিলাসিনী রাধা,
বসিলেন হৃষ্টমনা নিকুঞ্জ আগারে ॥
সখিদল কাছে আসি, মৃদুমন্দ মুখে হাসি,
রাসেশ্বরী রাধার বসিল চারিধারে ॥
অন্তরে হইয়া সুখী, বলে রাই বিধুমুখী,
মানস পুরিয়া করি সুবেশ রচন ॥
বিলাস বিভ্রম ভরে, কটাক্ষ সুতীক্ষ্ণ শরে।
ভুলাইতে হবে আজি মাধবের মন।
এতবলি সখিগণে, আনন্দে উৎফুল্ল মনে,
সাজাইতে শ্রীরাধায় হইল মগন ॥
কেহবা আনন্দ ভরে, চিকুর রচনা করে,
বেণী দেখি ক্ষীণ হয় সাপিনীর মন ॥
ঘুঙ্গুর নূপুর আদি, ভূষণ মধুর নাদী,
কেহ পরাইয়া দেয় সালক্ত চরণে ॥
মণিরত্নে সমুজ্জ্বলা, স্বর্ণময় সুমেখলা,
পরাইয়া দেয় কেহ বিপুল জঘনে ॥
কোন ধনী অনুরাগে, কুঙ্কুম কস্তুরি রাগে,
রঙ্গিল মনের সাধে পীনপয়োধর ॥
সাজাতে কুসুম হারে, হরি প্রিয়া শ্রীরাধারে;
কোন ধনী তোলে সুখে কুসুম নিকর ॥
গাঁথিয়া মল্লিকা মালা, মনোরঙ্গে কোন বালা,
সুচারু সীমন্ত দেশ তাহাতে সাজায় ॥

আর আর সখি যত, রাধারে সাজায় কত,
বর্ণেতে বর্ণিতে গেলে গ্রন্থ বেড়ে যায় ॥

এ দিকেতে রসরাজ শ্যাম নটবর।
দিবা অবসানে হয়ে প্রফুল্ল অন্তর ॥
চূড়াটি বান্ধিয়া শিরে পীতধড়া পরি।
চলিলেন করে লয়ে মোহন বাঁশরী ॥
কানন বহিয়া জান রাধাকুঞ্জ পথে।
প্রিয়া সমাগমে পুরাইতে মনোরথে ॥
যাইতে যাইতে পথে দেখিলেন হরি।
দাঁড়াইয়া চন্দ্রাবলী পরমাসুন্দরী ॥
আচম্বিতে দেখি তায় সভয় অন্তরে।
বলিলা বচন শ্যাম মৃদুমন্দস্বরে ॥
কৃষ্ণ। ভালত আছহ সখি সুস্থির অন্তরে।
সাক্ষাত হইল আজি বহু দিন পরে ॥
কিন্তু বল দেখি সখি আজি কি কারণ।
নিশিযোগে হইয়াছে কুঞ্জে আগমন ॥
চন্দ্রা। জীবনে জীবনে আছি না হলো মরণ।
এমাত্র বলিতে পারি হে বংশীবদন ॥
আছে যে অধিনী দাসী মনে নাহি কর।
কেমনে হইবে বল সুস্থির অন্তর ॥
নিত্য নিত্য সখা তুমি রাধাকুঞ্জে যাও।
বারেক অধিনী বলে ফিরিয়া না চাও ॥
রাখিতে নারিবে যদি অভাগির মন।
বাঁশিতে হরিলে মন বল কি কারণ ॥

কৃষ্ণ। একি কথা বল সখি উচিত না হয়।
তোমার প্রণয় কভু ভুলিবার নয় ॥
মৃণাল নিন্দিত ভুজ প্রণয়ের ডোর।
কাহারে না বদ্ধ কর প্রেম রসেভোর ॥
পঙ্কজ গঞ্জন তব ওবর বদনে।
খাইতে অধর সুধা ইচ্ছা করি মনে ॥
চন্দ্রা। তবে যদি প্রাণনাথ মনেতে রেখেছ।
অধিনী নয়ন ভাল নয়নে দেখেছ ॥
কৃপা করি চল আজি দুখিনী আলয়ে।
অশ্রুনীরে ধুয়ে পদ রাখিব হৃদয়ে ॥
এ নব যৌবন দিয়া পাদ্য অর্ঘ পদে।
চুম্বিব হে প্রাণ সখা অধরজ মদে ॥
কৃষ্ণ। মিনতি করিলো ধনী আমি তব কাছে।
আজি নিশি ক্ষমা করো প্রয়োজন আছে ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি কহিনু স্বরূপ।
কালি আসি হেরিব বদন রসকূপ ॥
নিশ্চয় আসিব সখি অন্যথা না হবে।
আজি কার মতন বিদায় হই তবে ॥
এতবলি গোপীনাথ যাইবারে চান।
করে ধরি বলে চন্দ্রা চন্দ্রমা বয়ান ॥
চন্দ্রা। ছাড়িবার নহি নাথ পেয়েছি এখন।
মম কুঞ্জে কর আজ রজনী যাপন ॥
শঠের প্রধান তুমি দিয়ে যাবে আশা।
কিন্তু তাহা হবে মাত্র অগস্ত্যের আসা ॥
কে আছে অবোধ হেন ভুবন ভিতরে।
পাইয়া প্রাণের ধন যেবা ত্যাগ করে ॥

ছাড়িব না আজি নাথ জানিহ নিশ্চয়।
ত্যজিব জীবন বলে গেলে রসময়॥
এতেক বচন তরে বলি চন্দ্রাবলী।
শ্যাম করে ধরি নিজ কুঞ্জে গেলা চলি॥
বল প্রকাশিতে হরি করেন এ ভয়।
হরিষ বিষাদে পাছে নারী হত্যা হয়॥
অগত্যা রহিলা শ্যাম চন্দ্রার আলয়।
মানের ভয়েতে কিন্তু ব্যাকুল হৃদয়॥

রাধা কুঞ্জ বনে, আনন্দিত মনে,
ললিতা ললনা দল।
আসিবেন হরি, বেশ ভূষা করি,
প্রেম মদে ঢল ঢল॥
সুখে কুঞ্জধামে, লয়ে বাঁকা শ্যামে,
খেলিবে ভাবিয়া মনে।
প্রেম অনুরাগে, ভ্রমে নিশাভাগে,
রঙ্গিণী সঙ্গিনী গণে।
কুঞ্জবন পদে, পুরিনত ছদে,
পড়ে পট পট রবে॥
সে ধ্বনি শুনিয়া, মনে চমকিয়া,
শ্যাম এল বলে সবে।
সখা পীতবাসে, স্বাগত সম্ভাষে,
তুষিতে মনের সুখে॥
স্তনভারে ভারি, যত ব্রজনারী,
দ্বারে যায় ফুল্ল মুখে।

হেরি নয়নেতে, অবতমসেতে,
শশীর কিরণ শোভা॥
কোন সহচরী, বলে আসে হরি,
পীতবাস মনলোভা।
কীচক গহ্বরে, সুমধুর স্বরে,
প্রবেশি পবন সনে॥
শুনি যা সে ধ্বনি, বলে কোন ধনী,
বাজে শ্যাম বাঁশি বনে।
কোন ধনী কহে, বিরহ না সহে,
না আইল মনচোর।
গগণে নিরখি, বোধ করি সখি,
হয়েছে রজনী ঘোর॥
বিরহ বিকার, হয়েছে রাধার,
অনুভব করি ভাবে।
প্রমানল জ্বালা, জ্বালায়েছে কালা,
সে বিনে কেমনে যাবে॥
হানিতেছে স্মর, পঞ্চফুল শর,
জ্বর জ্বর রাধা তায়।
নয়ন যুগলে, বারিধারা গলে,
হৃদয় ভাসিয়া যায়॥
এক স্থানে মন, নাহি রহে ক্ষণ,
তাপিত বিচ্ছেদ তাপে।
ক্ষণেক শয্যায়, ক্ষণেক ধরায়,
সঘনে শরীর কাঁপে॥
রাত্রি যত হয়, দুখের উদয়,
তত্তই রাধার মনে।

বিরহে কাতরা, ব্যাকুল অন্তরা,
না দেখিয়া প্রিয়জনে ॥
বিরস বদনে, আসি সখীগণে,
কথায় সান্ত্বনা করে।
আসি কোন জন, করয়ে ব্যজন,
পদ্মপত্র ধরি করে ॥
কেঁদে প্যারী কন, দেখ সখীগণ,
নিশা প্রায় শেষ হয়।
জীবনের ধন, সে বংশীবদন,
না আসিবে মনে লয় ॥
বিরহে গলিয়া, অপেক্ষা করিয়া,
রহে ব্রজবালা যত।
ক্রমে তারাগণ, লুকাল বদন,
শশী হৈল অস্তগত ॥
ঊষার উদয়, মন্দ বাত বয়,
দ্বিজ দল করে গান।
করিয়া শ্রবণ, বিরস বদন,
শ্রীমতী করিলা মান ॥
মানেতে মগন, শ্রীরাধার মন,
অন্য দিকে নাহি ধায়।
মহা গরবিনী, হইয়া দুখিনী,
বসিলেন রে ধূলায় ॥
সজল নয়ন, ঢাকিলা বদন,
বসন অঞ্চল দিয়া।
নূপুর কঙ্কণ, বিবিধ ভূষণ,
দূরে ফেলে বিমোচিয়া ॥

ওরে ফুল মালা, বাড়াইতে জ্বালা,
কেন তোরে ধরি আর।
এতেক বলিয়া, করেতে ধরিয়া,
ছিঁড়িলা মল্লিকা হার ॥
কহিলা সুন্দরী, ওলো সহচরি,
প্রতিজ্ঞা আমার শুন।
যে দিল এ দুখ, সে কালার মুখ,
আর না হেরিব পুন ॥
স্মরশরে জরি, প্রাণে যদি মরি,
সেও লো আমার ভাল।
ছলনায় তার, না ভুলিব আর,
বাঁচি রব যত কাল ॥
বৃক্ষ শাখোপরে, কৃষ্ণনাম করে,
হেনকালে পিক পাখি।
শুনিয়া সে ধ্বনি, সুধাংশু বদনী,
কহিলা সজল আঁখি ॥
ওহে পিকবর, মোরে ক্ষমা কর,
লয়োনা ও নাম আর।
মিনতি তোমায়, বধি অবলায়,
হয়োনাকো পাপাধার ॥
কহিতে কহিতে, কৃষ্ণনাম গীতে,
পিক ডাকে পুনরায়।
শুনিয়া শ্রবণে, রাধা কোপ মনে,
বলিলা কম্পিত কায় ॥
দূর দূরাচার, কালা মুখ যার,
ধর্ম্ম ভয় নাহি তার।

ওলো সখিগণ, করিয়া যতন,
বর্ত্তুলে পাপিরে মার ॥
শ্যামল বরণী, সে বিশাখা ধনী,
উপনীত হেনকালে।
দেখি সে বরণে, রাধা ক্ষুণ্ণ মনে,
বসন চাপিল ভালে ॥
কহিল দুখিনী, ওলো বিনোদিনি,
দেখিয়ে বরণ তব।
বিরহ অনল, হইছে প্রবল,
যাইতে কেমনে কর ॥
বলে বৃন্দে ধনী, ওল সুবদনি,
এ যে মান অসম্ভব।
চরণ প্রয়াসি, এ বিশাখা দাসী,
কি দোষ করিল তব ॥
নয়ন রঞ্জন, কালিম অঞ্জন,
কি করিবে সখি বল।
কি করিবে তার, জলদ আকার,
সুচারু চিকুর দল ॥
সঙ্গিনী তোমার, না আসিবে আর,
কাল বলে তব কাছে।
কি করিবে বল, কুঞ্জ শোভাস্থল,
কালিম তমাল গাছে ॥
এতেক বচন, করিয়া শ্রবণ,
রাধা কন মান ভরে।
কি কায তাহার, বেশ কেশে আর,
প্রেমে যে বর্জ্জন করে ॥

এ কাল চিকুরে, মুড়াইব খুরে,
কেশে আর কিবা স্নেহ।
অঞ্জন ত্যজিব, চন্দনে লেপিব,
তমাল তরুর দেহ ॥
এরূপে কুঞ্জেতে, শ্যাম বিহনেতে,
মানে মগ্ন প্যারী মন।
সভয় অন্তর, মান ভয়ঙ্কর,
দেখিয়ে সঙ্গিনী গণ ॥

এ দিকেতে শ্যামচাঁদ সহিত চন্দ্রার।
প্রথম নিশিতে করি আনন্দেবিহার ॥
রতিশ্রমে শ্রান্ত তনু বদ্ধ ভুজপাশে।
নিদ্রিত ছিলেন সুখে নিকুঞ্জ আবাসে ॥
হেনকালে কলকণ্ঠ কোলিল কাননে।
ডাকিল মধুরস্বরে উষা আগমনে ॥
প্রবোধিতে প্রমদায় কা কা রব করি।
ইঙ্গিতে কহিল কাক উঠল সুন্দরী ॥
আর আর দ্বিজদল সুমধুর তানে।
পূরিল কাননস্থলী প্রভাতিয়া গানে ॥
সে স্বর লহরী শুনি রাধাকান্ত হরি।
উঠিলেন চমকিত মনে ত্বরা করি ॥
নয়ন মুছিয়া করে বাহিরেতে চান।
অমনি উষার আভা দেখিবারে পান ॥
চিন্তিত হইয়া তবে বলেন বচন।
বল চন্দ্রা রীতি তব এ আর কেমন ॥

কহিলায় প্রভাত না হতে উঠাইতে।
নাহি জাগাইলে তুমি কি ভাবিয়া চিতে ॥

চন্দ্রা। রাগত হইলে সখা কেন অকারণ।
নিত্য নিত্য রাধাকুঞ্জে করত গমন ॥
ভাগ্যে যদি একদিন এলে বংশীধারী।
প্রভাত না হলে কিহে ছেড়ে দিতে পারি ॥

কৃষ্ণ। যা হবার হয়ে গেছে অনুতাপ মিছে।
চেয়ে দেখ উষা আভা প্রকাশ করিছে ॥
বিলম্ব করিয়া আর না রব এখানে।
বিদায় দেহলো তবে যাই নিজ স্থানে ॥

চন্দ্রা নিতান্ত যাইবে যদি ওহে রসময়।
দাসী বলে অধিনিরে মনে যেন রয় ॥
যাইতে কেমনে বল বলিব তাহায়।
নিয়ত নয়ন যারে হেরিবারে চায় ॥
যাইবে হে তুমি নাথ বিদায় হইয়ে।
সঙ্গে যাবে মন দেহ থাকিবে পড়িয়ে ॥
মন চোর হরি তাই বলি হে তোমারে।
দরশন দিয়ে প্রাণ দিয়ো অবলারে ॥
চন্দ্রাবলি কাছে শ্যাম হইয়া বিদায়।
বাহির হলেন কুঞ্জ হতে দ্রুত পায় ॥
ব্যাকুল অন্তরে চাহি দেখেন গগণে।
অস্তগত শশধর গুপ্ত তারাগণে ॥
প্রাণপতি দিবাকর সমাগম আশে।
বিকশিত প্রাচী ধনী সুমধুর হাসে ॥
তরুণ অরুণ জ্যোতি চক্রদণ্ড সম।
দেখিয়া সিন্দুর বলি উঠে মনে ভ্রম

হেরি তাহা হরি অতি ত্বরা করি জান।
অন্তরে ব্যাকুল পাছে রাধা করে মান ॥
অলসে অবস অঙ্গ রাত্র জাগরণে।
মাঝে মাঝে পদ ভঙ্গ হইছে গমনে ॥
ঢুলু ঢুলু করে আঁখি আরক্ত বরণ।
রতিরঙ্গে পুঁছিয়াছে তিলক চন্দন ॥
আলু থালু পীতধড়া চূড়া অর্দ্ধ বাঁধা।
অন্তরে উদার রূপ মানময়ী রাধা ॥
চুম্বনে অঞ্জন চিহ্ন লাগিয়াছে ভালে।
সুন্দর সিন্দুর রাগ শোভিত কপালে ॥
তাম্বুলে অধর অঙ্ক গণ্ডে দেখা যায়।
হেন ভাবে যান শ্যাম ভেটিতে রাধায় ॥
কতক্ষণ পরে হন ত্রিভঙ্গ মুরারি।
উপনীত কুঞ্জে যথা মানময়ী প্যারী ॥
নিকুঞ্জের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া তবে।
বাজাইলা বংশী তাঁর রাধা রাধা রবে ॥
ঘৃতাহুতি দিলে যথা জ্বলন্ত অনলে।
দ্বিগুনিত উগ্রমূর্ত্তি হয়ে আরো জ্বলে ॥
সেরূপ বংশীর ধ্বনি শ্রবণে শুনিয়া।
অন্তরে রাধার মান উঠিল বাড়িয়া ॥
রাগে অভিমানে রাই আকুল অন্তরা।
কহিলেন সখীগণে কম্পিত অধরা ॥
কি হেতু এসেছে কালা কুঞ্জেতে আমার।
এ রূপ প্রণয় বল কেবা চায় তার ॥
রজনী হয়েছে শেষ এখন হেথায়।
কি হেতু এসেছে বল জ্বলাতে আমায় ॥

নিশি যোগে সুখ ভোগে আছিল যথায়।
কহ গিয়া তারে যেন সেই স্থানে যায়॥
বার২ কুলনারী কত বার আর।
সহিবে বলহ তার বিরহ বিকার॥
বল গে সে মুখ আমি না দেখিব আর।
সুখেতে থাকুক গিয়া সহিত চন্দ্রার॥
এতশুনি সখীগণ বৃন্দের সহিত।
ত্বরা করি দ্বার দেশে হল উপনিত॥
বিপরীত বেশে শ্যামে হেরিয়ে তথায়।
কহিতে লাগিল বৃন্দে লাজ দিয়ে তাঁয়॥
বল রসময় আজ রজনীর শেষে।
কোথা হতে আগমন হল হেন বেশে॥
কহিনু বিশ্বাস সখা না হয় তোমায়।
প্রতারণা করি কেন ঘটালে এ দায়॥
গণ্ডেতে তাম্বুল ভালে সিন্দুরের রাগ।
বদনের স্থানে২ অঞ্জনের দাগ॥
এ সকল রতি চিহ্ন অঙ্গে দেখা যায়।
কেমনে আসিলে খেয়ে লাজেরি মাথায়॥
রজনী কাটালে নাথ যাহার হৃদয়ে।
না থাক এখানে যাও তাহার আলয়ে॥
ভাব দেখে সখা তব করি অনুভব।
ফুরাইলে শ্রীরাধার ভাব বুঝি সব॥
তোমার অভাবে জ্বলি বিরহ জ্বালায়।
করেছে দুর্জ্জয় মান যেওনা তথায়॥
কৃষ্ণ। কুঞ্জেতে এসেছি সখি চাতুরী কথায়।
দিয়োনাং বাধা দেখিতে রাধায়॥

নিদ্রিত ছিলাম সখি না পাইনু টের।
ক্রমে২ তায় দূতি নিশি হলো ঢের॥
সিন্দূর অধর অঙ্ক গণ্ডে কোথা পেলে।
অঞ্জন ভালেতে বুঝি স্বপ্নে দেখে এলে॥
তাম্বুল চর্ব্বন সুয়ে করিনু শয্যায়।
স্খলিত কসের দাগ লাগিয়াছে তায়॥
প্রদীপ জ্বালিতে হাতে লেগে ছিল কালি।
অন্য মনে মুখে তাহা ঘষিলাম আলি॥
লিতা। নির্লজ্জা চতুর তুমি রমণী বলিয়া।
না ভাব যাইবে আমা সভে ভুলাইয়া॥
কত ছল জান বল নবীন-নাগর।
নিশির ঘটন কার নাহি অগোচর॥
রজনীতে রসরঙ্গে চন্দ্রার সহিত।
ছিলে কালাচাঁদ মোরা নহে অবিদিত॥
কেন আসিয়াছ হেতা দহিতে রাধায়।
প্রতিজ্ঞা করিয়া প্যারী ত্যজেছে তোমায়॥
নলিতার কথা শুনি শ্যাম সিহরিয়া।
কহিলেন নত মুখে লজ্জিত হইয়া॥
তোমা সবাকার অধমি না শুনি বচন।
ভেটিব রাধায় আমি নিশ্চয় এখন॥
আমার জবাব আমি শ্রীমতিরে দিব।
যাইতে বলেন যদি অবশ্য যাইব॥
এত বলি শ্যাম তবে নিকুঞ্জ আবাসে।
চলিলেন মুখ মুছি পরিধীয় বাসে॥
মানের ভয়েতে অতি ব্যাকুল হৃদয়।
হইলেন শ্রীরাধার সম্মুখে উদয়॥

ফিরিয়া না চান প্যারী মানে মগ্ন মন।
অম্বর অঞ্চলে ঢাকা সুচারু বদন॥
করেতে কপোল রাখি আছেন বসিয়া।
লতা মূলে চন্দ্র যেন পড়েছে খসিয়া॥
আয়ত নয়নে অশ্রু বিন্দু দেখা যায়।
স্খলিত তারকাদল যেন শোভা পায়॥
অভিমান ভরে আজি মলিন-বদন।
ধরেছে কলঙ্ক অঙ্ক শশাঙ্ক যেমন॥
আপনার দোষ বুঝি শ্রীহরি অন্তরে।
উপায় না পান কিছু পড়িলা ফাঁফরে॥
কতক্ষণ পরে শ্যাম ভাবিলেন মনে।
বাক্যেতে না ভাঙ্গে মান ধরিব চরণে॥
এতেক অন্তরে হরি নিশ্চয় করিয়া।
কহিলেন শ্রীরাধার দিকেতে চাহিয়া॥

বিরস বদন প্রাণের প্রেয়সী
আজি কেন বল বল লো।
নলিন নিন্দিত নির্ম্মল নয়ন
জলে কেন ঢল ঢল লো॥
কবরি বেষ্টিত মধুর মল্লিকা
মালা কেন ধর ধর লো।
আয়ত নয়ন রঞ্জন অঞ্জন
কেন বল নাহি পর লো॥
মানস মোহিনী মালতী মালায়
গলে কেন নাহি ধর লো।

কানন কুসুমে কবরি ভূষণ
আজি কেন নাহি পর লো॥
রতন খচিত কাঞ্চন বলয়
বিনে কর কিসে সাজে লো।
চরণ কমলে মধুর নিনাদী
নূপুর কেননা বাজে লো॥
কাঞ্চন কঙ্কন মৃণাল ভুজেতে
প্রেয়সী কেননা ঝনে লো।
নিপুল নিতম্ব মেখলা বিহিন
করেছ কি ভাবি মনে লো॥
আকুল কুন্তলে ভূতলে বসিয়া
কেন এত ময়মান লো।
হৃদয় কমলে রাখিব যতনে
ছি ছি উঠ উঠ প্রাণ লো॥

তুমি প্রাণ হৃদেশ্বরী, প্রেমসিন্ধু পারে তরি,
তোমাবিনে কে আর তারিবে।
তুমি না রাখিলে পরে, অনুগত এ নাগরে,
বল কেবা যতনে রাখিবে॥
তুমি মম প্রাণ পাখি, হৃদয় মন্দিরে রাখি,
না দেখিলে ব্যাকুল হৃদয়।
আমি দেহ তুমি প্রাণ, সদা থাকি এক স্থান,
ক্ষণ মাত্র বিচ্ছেদ না হয়॥
তুমি শশী সুধাকর, প্রকাশি প্রণয় কর,
তোষ এই চকোরের মন।

মানমেঘে কেন আজি, ঢাকিল সে কর রাজি,
রহে কিসে চকোর জীবন ॥
আয়ত যুগল নেত্র, ব্রীড়ার লীলার ক্ষেত্র,
আজি তাহা দেখিয়া সজল।
তোমাতে অর্পিত মন, প্রণয় অধীন জন,
হইয়াছে বিষম চঞ্চল ॥
নলিনী মলিনী হলে, ভ্রমর বিরহে জ্বলে,
দুখে হয় ব্যাকুল অন্তর।
সেইরূপ আজি প্রাণ, হেরি মুখ ম্রিয়মান,
দাস তব হয়েছে কাতর ॥
করে থাকি অপরাধ, করহ যা হয় সাধ,
অসম্মত নহে কোন রূপে।
হর প্রাণ মান হর, দণ্ডের বিধান কর,
ফুল্ল কর মুখ রস কূপে ॥
ঘুচাইয়া আবরণ, তুল চারু চন্দ্রানন,
ভূষণ লইয়া দেহে পর।
আমার বচন ধর, ধরাসন ত্যাগ কর,
এস প্রিয়ে পালঙ্ক উপর ॥
মুছ হে নয়ন জল, ধরি প্রভা নিরমল,
নাচুক নয়ন রঙ্গ ভরে।
ওপদ কমল দাসে, কৃপাকরি লহ পাশে,
শান্ত কর কান্তের অন্তরে ॥
দিয়ে প্রাণ কৃপা দৃষ্টি, মধুর বচন বৃষ্টি,
ও বর বদন হতে কর।
শুষ্ক কণ্ঠে উত্তরায়, তৃষিত চাতক প্রায়,
বাক্যবারি যাচিছে অন্তর ॥

প্রণয় রঙ্গের ধাম, মধুময় অভিরাম,
হাস্য তব দেখিবার তরে।
প্রেয়সী লো মম মন, হইয়াছে উচাটন,
স্থির কর দাসে কৃপা করে ॥
হেনমতে শ্যামচাঁদ মিনতি করিলা।
না ভাঙ্গিল তবু মান মানিনী মহিলা ॥
স্তুতি বাক্য শ্রীহরির শুনিয়া শ্রবণে।
অধিক মানিনী রাধা হইলেন মনে ॥
উত্তর না দিলা রাই শ্যামের কথায়।
রহিলেন নতমুখে অম্বর মাথায়।
সুমেরু শিখর হতে গ্রীষ্ম বাত বলে।
গলিত তুষার যথা ঝরে কল কলে ॥
মন দুঃখে দুনয়নে অবিরাম গতি।
বহিল সলিল রাধা রাধার তেমতি ॥
মান দেখি গোপীনাথ ভাবিলেন মনে।
যাইবে দুর্জ্জয় মান ধরিলে চরণে ॥
এত ভাবি ভূমে পড়ি ব্রজপতি হরি।
কহিলেন ত্যাজ মান পদ-যুগ ধরি ॥

চরণে ধরিল, মান না ভাঙ্গিল,
অধিক কুপিল, প্যারী।
মান পরিহরি, স্তব স্তুতি করি,
সাধেন বাঁশরী, ধারী ॥
কহে সখীগন, পদে কি কারণ,
মাথার যে জন মণি।
গ

স্থির কর মন, এ মান ভীষণ,
ত্যজহ এক্ষণ, ধনী ॥
ওলো সুবদনী, পাইতে যে মণি,
সাজিলা রজনি, ভাগে।
চরণে তোমার, সে নিল আকার,
কি করিবে আর, রাগে ॥
মানেতে মগন, শ্রীরাধার মন,
না শুনে তখন, কারে।
ব্রজের রতনে, ঠেলিলা চরণে,
কেবা নিবারণে, পারে ॥
মলিন বদনে, সজল নয়নে,
লুকায়ে বসনে, মুখে।
কহিলা বচন, চন্দ্রার ভবন,
করহ গমন, সুখে ॥
রাধার বচন, করিয়া শ্রবণ,
অভিমানে মন, ভারি।
রাধিকা রমন, কহিলা তখন,
চলিল এজন, প্যারী ॥
যে মান অনলে, জ্বালায়েছ বলে,
নয়নের জলে, তারে।
নিবাইতে ক্ষণ, নারিল এ জন,
কহিব এখন, কারে ॥
এ দেহ আমার, করিব লো ছার,
আহুতি তাহার, দিয়া।
জন্মের মতন, চলিল এ জন,
থাক মনে মন, নিয়া ॥

এতবলি ক্ষুণ্ণ মনে, শ্রীনন্দ নন্দন।
কুঞ্জের বাহির হয়ে করেন গমন ॥
অভিমানে ছল ছল করে দু নয়ন।
জীবনে জীবন ত্যাগে নিশ্চয় মনন ॥
ভয়ে চাহি রহে যত সঙ্গিনী রাধার।
ক্রমে দৃষ্টিপথ হরি হইলেন পার ॥
হেনকালে আচম্বিতে সম্মুখে আসিয়া।
কহিতে লাগিল বৃন্দে হাসিয়া হাসিয়া ॥
বৃন্দে। বল কালাচাঁদ এত বিষণ্ণ বদনে।
ফিরিয়া যাইছ তুমি কি ভাবিয়া মনে ॥
কৃষ্ণ। চরণে ধরিনু তবু না ভাঙ্গিল মান।
ভাবিয়াছি তাই মনে ত্যজিবে এ প্রাণ ॥
বৃন্দে। ছি ছি সখা হেন কথা না লও বদনে।
আমি মিলাইব পুন, শ্রীরাধার সনে ॥
কৃষ্ণ। অসাধ্য তোমার দূতী ত্রিজগতে নাই।
কিন্তু এ দুর্জ্জয় মান বলিয়া ডরাই ॥
বৃন্দে। হয়েছে দুরন্ত মান সত্য বটে হরি।
সামান্যত না ভাঙ্গিবে অনুভব করি ॥
অতএব এই নব দুকুল পরহ।
নবিনা বনিতা বেশে এ বীণা ধরহ ॥
অগ্রেতে যাইয়া আমি কুঞ্জে শ্রীরাধার।
প্রজ্জ্বলিত করি গিয়ে বিরহ বিকার ॥
বল্লকি বাজায়ে তুমি বিদেশিনী বেশে।
নিকুঞ্জ ধামেতে হবে উপনিত শেষে ॥
কৃষ্ণ। সাজিতেছি বিদেশিনী তোমার বচনে।
ফিরিতে না হয় যেন পুন ভগ্ন মনে ॥

বৃন্দে । সন্দেহ নাহিক শ্যাম মম বাক্য ধর ।
রাধা সহ মিলাইব দেখ হে সত্বর ॥
তবে বৃন্দে দূতী কুঞ্জে করিল প্রস্থান ।
বামা বেশে বংশীধারী ধীরে ধীরে যান ॥
কুঞ্জে গিয়ে বৃন্দে দূতী রাধারে শ্রীমতী কয় ।
বল প্যারী এ মানের কি ফল উদয় ।
হৃদয় মন্দিরে যারে যতনে রেখেছ ।
বিনা দোষে তারে চরণে ঠেলেছ ॥
কাঁদাইয়া [illegible]
কাঁদিতে হইবে পুনঃ পাইবে কোথায় ॥
ভগ্ন চিত্ত হয়ে শ্যাম বিরহের দায় ।
এতক্ষণে ঝাঁপ দিলে যমুনায় ॥
রাধা । চরণেতে ধরি দূতী কহ উপায় ।
জন্মের মতন নাথ নিয়াছে বিদায় ॥
ভাগ্য দোষে পোড়া মানে মজাইনু মন ।
প্রাণেশ বিহনে কিসে ধরিব জীবন ॥
বৃন্দে । পূর্ব্বাপর ভাবি কর্ম্ম করা যোগ্য হয় ।
নিতান্ত মানিনী ভাব যুক্তি যুক্ত নয় ॥
বিদায় লইল যবে সখা মন দুখে ।
মান ত্যজি কেন না ধরিলে ফুল্লমুখে ॥
এখন আমরা বল কি করিতে পারি ।
কেমনে জানিব কোথা গেল বংশীধারী ॥
রাধা । আপনা আপনি, মজিনু সজনি,
দোষ দিব কার বল ।
দুখে মম দহে, বিরহ না সহে,
পাইনু মানের ফল ॥

ওরে মনচোর, বিহনেতে তোর,
রাধিকা কেমনে রবে ।
প্রেমডোরে বাঁধা, নাম শ্যাম রাধা,
আজি কেন ছাড়া তবে ॥
এরূপে কাঁদেন প্যারি ব্যাকুল হৃদয় ।
বামা বেশে কুঞ্জে শ্যাম হলেন উদয় ॥
সখীগণ এসে বলে শুন দেবী প্যারি ।
এসেছে বিদেশী এক বিরহিনী নারী ॥
শুনিয়া শ্রীমতী কন আনহ তাহায় ।
আজ্ঞা মাত্র সখীগণ ত্বরা করি যায় ॥
ক্ষণেকে নিকুঞ্জাগারে আনিল তাহারে ।
ভুলিলেন প্যারী হেরি জলদ আকারে ॥
কহিলেন সত্য বল কে তুমি দুখিনী ।
সজল নয়ন কেন কি দুখে মলিনী ॥
বৃন্দে । বিদেশীনী বিরহিনী অবলা রমণী ।
প্রিয়জন বিরহেতে কাঁদি আমি ধনী ॥
কিন্তু দেবী রাখ যদি দীনার বচন ।
বলহ সজল কেন ও চারু নয়ন ॥
রাধা । হায় বিদেশীনী তোরে কি বলিব আর ।
চরণে ধরিয়া নাথ সাধিল আমার ॥
মানে মগ্ন হয়ে তারে ঠেলিনু চরণে ।
জ্বালাইনু মন তার কর্কশ বচনে ॥
মন ক্ষুণ্ণ হয়ে শেষে যাইয়া বিজনে ।
দুখেতে আমার নাথ ত্যজেছে জীবনে ॥
আমারি তো দোষ দুঃখ আমারি কারণ ।
এ পাপের প্রায়শ্চিত্তে দিব এ জীবন ॥
যাইব সে স্থানে যথা গেছে প্রাণপতি ।
পড়িব তথায় যথা পড়ি মহামতি ॥
সহায় বিহিনা হয়ে বিরহে বিজনে ।
শুইয়া নাথের পাশে ত্যজিব জীবনে ॥

হায়রে মরিল নাথ আমার কারণে।
দিব এ জীবন আমি তাঁহারি চরণে॥
বিন্দে। না কহ না কহ হেন কুৎসিত বচন।
আমিয়ো দুঃখিনী সখী তোমার মতন॥
গলা ধরাধরি করি এসলো দুজনে।
কাঁদিব দোঁহার দুখে বসিয়া নির্জ্জনে॥
এতবলি বাহু প্রশারিল আলিঙ্গনে।
অমনি দেখিলা রাধা রাধিকার মনে॥
ভূগুমনি পদ চিহ্ন হৃদয় কমলে।
দেখিলেন প্যারী ঢাকা বসন অঞ্চলে॥
বাহু পাশে বান্ধি নাথে শ্রীমতী সত্বরে।
কহিলেন হাস্য মুখে গদ গদ স্বরে॥
অপরাধ ক্ষমা কর অবলা জনার।
না বুঝিয়া অপমান করেছি তোমার॥
আজি হতে সখা আর মানিনী না হব।
যাবত জীবন তব প্রেমে বাঁধা রব॥
প্রাণের পুত্তলি শ্যাম জলদ আকারে।
অধিনী রাধিকা কি হে ভুলিবারে পারে॥
ভুলিব বদনে বলি ভুলিবার নয়।
অন্তরে অন্তর নহে কভু রসময়॥
অনাবৃত দোঁহাকার হৃদয়ে এখন।
প্রেমভরে এস নাথ করিব মিলন॥
বুঝিবে যা নারি হৃদি দেখাইতে চিরে।
ধুক্‌ধুক্ করি মন বলিবেক ধিরে॥
রাধা সহ রাধানাথ আসিয়া মিলিল।
রঙ্গিণী সঙ্গিনী সব পুলকে পুরিল॥

সমাপ্ত।